১২৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮....

# দুইটি জেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা

কিশোরগঞ্জ জেলার একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবনও সরকারী ব্যয়ে নির্মিত হয় নাই। বিদ্যালয়গুলির ভবন, শ্রেণীকক্ষ আসবাব ও শিক্ষকদের সমস্যার শেষ নাই। ফলে এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া গুরুতর রকমে ব্যাহত হইতেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর থানার চকঝণ্ডড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ইমারত হইয়াছে বটে তবে সেখানেও শিক্ষক কার্যতঃ মাত্র দুইজন কাজ করিতেছেন। আসবাব এখনও মিলে নাই। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

**কিশোরগঞ্জ ॥** কিশোরগঞ্জ জেলার অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষার পরিবেশ

দুইটি জেলায়
( ৩য় পৃঃ পর )

কুলিয়ারচরে ১৮টি, ভৈরবে ২১টি, অষ্টগ্রামে ২৮টি, ইটনায় ২০টি, মিটামইনে ৩০টি ও নিকলীতে ৩৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলিতে ৭৫ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। এ পর্যন্ত ১১টি থানার শুধুমাত্র ৮১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মিত হইয়াছে। হোসেনপুর ও করিমগঞ্জ থানায় আজ পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে একটিও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণ করা হয় নাই। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাঁচা গৃহগুলির অবস্থা খুবই করুণ। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বেড়া কিংবা দরজা-জানালা নাই। ঝড়ে কোন কোন বিদ্যালয় গৃহ বিধ্বস্ত অথবা টিনের চালা উড়াইয়া নিয়া গিয়াছে। সংস্কারের উদ্যোগ নাই। এমতাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়া ক্লাস করিতে হইতেছে। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকারাও মানবেতর জীবন যাপন করিতেছে। শুধু রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নামমাত্র সরকারী অনুদান লাভ করিতেছে। রেজিষ্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাগ্যে তাহাও জুটিতেছে না।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ ॥** সদর থানার চক ঝণ্ডড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাবপত্রের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে।

জানা যায়, ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে চারশত। শিক্ষকের পদ পাঁচটি। অথচ বরাবর এখানে মাত্র তিনজন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করিতেছেন। প্রধান শিক্ষককে তাহার অধিকাংশ সময় শিক্ষা অফিস ও বাহিরের কাজে ব্যয় করিতে হয়। স্কুলের ভবন প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইলেও চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ, আলমারির সরবরাহ আজও দেওয়া হয় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে।

( ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

নাই। জরাজীর্ণ গৃহ, শিক্ষক স্বল্পতা, পুস্তক ও আসবাবপত্র সংকট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৫৭টি রেজিষ্টার্ড ও ১৫টি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদরে ৫৭টি, করিমগঞ্জে ৩৫টি, তাড়াইলে ২৪টি, হোসেনপুরে ৬২টি, পাকুন্দিয়ায় ৭০টি, কটিয়াদীতে ৫১টি, বাজিতপুরে ২৮টি,